প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং শিক্ষার গুণগত মান

মাছুম বিল্লাহ

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পাসের হার বৃদ্ধি, নারী শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উৎসাহব্যঞ্জক উপস্থিতি এবং মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ-এগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে ধনাত্মক নির্দেশক। এখন গুণগত পরিবর্তনের বিষয়টি গভীরভাবে দেখার সময়, কারণ প্রতিবছর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পাসের হার আর শিক্ষার মান ঠিক উল্টোগতিতে পেছনে যাচ্ছে। সরকার ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে আসছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে ধরা হয়। এবার (২০১৩) সালে বছরের প্রথম দিন সব শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার করেছে সরকার। প্রথম দিন 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' পালন করা হয়েছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা শহরে। বিষয়টি শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আনন্দের। প্রকৃত অর্থে দেশের সব প্রান্তে প্রথম দিন তো দূরের কথা দুই সপ্তাহ পরও শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছেনি। এটি আমি নিজে দেখেছি উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ করে। আর এটি সম্ভবও নয় সীমিত জনবল দিয়ে। একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে যে, গত দুইমাস সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও অনেক স্থানে এখনো ছাত্রছাত্রীরা বই পায়নি। ঢাকা জেলার জেলা শিক্ষা অফিসার ৩০০০০, বরিশাল জেলার শিক্ষা অফিসার ১০৪২৩ বই ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য এবং নবম শ্রেণীর জন্য ১৫২৫২টি বইয়ের জন্য পুনরায় চাহিদা পাঠিয়েছেন। দেশের সর্বত্র মিলে এখনো ৫৩ লাখ বইয়ের চাহিদা রয়েছে।

আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশ নয় যে, সরকারকে সব বই বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে, তাছাড়া সরকারের সে ক্ষমতাও ভালোভাবে নেই। শিক্ষাখাতে রয়েছে প্রচুর সমস্যা, বোর্ডের বই কেনা খুব একটা সমস্যা নয় অনেকের জন্যই। এমনটি নয় যে, বোর্ডের বইয়ের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারছে না। হ্যাঁ, বোর্ডের বই সরকার বিনামূল্যে দিতে পারতেন হাওর-বাঁওড় এলাকায়, বস্তিতে, বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোয়। গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র সবার জন্য দরকার ছিলনা বিনামূল্যে সরকারী বই। তাছাড়া বোর্ডের বই পড়লেই যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা তো নয়, সহায়ক বই শিক্ষার্থীদের কিনতেই হচ্ছে এবং তার দাম প্রচুর। নিউ এইজের সম্পাদক নুরুল কবির এক টক শোতে বলেছিলেন, 'গত কয়েক বছর থেকে শিশুরা বছরের শুরুতে বই হাতে পাচ্ছে, এটি ভালো। তবে এটাকে সাফল্য বলার কিছু নেই। কারণ বছরের শুরুতে বাচ্চারা বই পাবে এটাই তো স্বাভাবিক।' সরকার এ বছর ২৭ কোটি বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করছে, এটি বিশ্বের কোনো দেশে নেই।

বেসরকারি পর্যায়ে যখন বই বিতরণ করা হতো, তখন বইয়ের মূল্য ছিল অস্বাভাবিক এবং কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে বই গুদামজাত করা হতো। বেসরকারি প্রকাশকরা যাচ্ছেতাইভাবে বইয়ের ব্যবসা করতেন। যার কারণে সরকার নিজ হাতে বই বিতরণ শুরু করেছে। এর ফলেও কি সব ধরনের সমস্যা মিটেছে। কারণ বই থাকার কথা সবার জন্য উন্মুক্ত কিন্তু বই এখন রেশনিং সিস্টেমের আওতায়, আর যেখানে রেশনিং সেখানেই তো দুর্নীতির সম্ভাবনা।

বেসরকারি পর্যায়ে যখন বই বিতরণ করা হতো তখন বইয়ের মূল্য ছিল অস্বাভাবিক এবং কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে বই গুদামজাত করা হতো। বেসরকারি প্রকাশকরা যাচ্ছেতাইভাবে বইয়ের ব্যবসা করতেন। যার কারণে সরকার নিজ হাতে বই বিতরণ শুরু করেছে। এর ফলেও কি সব ধরনের সমস্যা মিটেছে। কারণ বই থাকার কথা সবার জন্য উন্মুক্ত কিন্তু বই এখন রেশনিং সিস্টেমের আওতায়, আর যেখানে রেশনিং সেখানেই তো দুর্নীতির সম্ভাবনা।

অভিভাবক, গবেষক, শিক্ষক যখন তখন বই হাতের কাছে পাচ্ছেন না, বই বাজারে নেই, কাজেই বইয়ের ক্ষেত্রে রেশনিং পদ্ধতি খুব একটা ভালো লক্ষণ নয়। বরং সরকার তার নিয়মনীতি যথারীতি বই প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের ওপর খাটিয়ে যথাসময়ে বই শিক্ষার্থীদের ওপর দেয়ার দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করতে পারতেন। ইন্টারনেটে বই পাওয়া যায়। এটি এক ধরনের বিলাসিতা। খোদ ঢাকায় এক পৃষ্ঠা ডাউনলোড করতে আধঘণ্টা বসে থাকতে হয়, আর হঠাৎ যদি বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে তো কথাই নেই। ঢাকার বাইরের কী অবস্থা? সরকার এ ২৭ কোটি বই ছাপানো এবং বিলি করতে গিয়ে সমস্ত ম্যান পাওয়ার নিয়োগ করেছে, গুণগতমানের চিন্তা করার সময় পায়নি। আবার এও ঘটেছে, অনেক স্কুল অনেক বেশি বই রিকুইজিশন দিয়েছে। এভাবে অনেক বইয়ের অপচয় হয়েছে অথচ আমরা বিরাট এক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকি বেসরকারি পর্যায়ে, বহুবার এনটিভির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছি কিন্তু তারা একসেট বইও আমাদের দিতে পারেননি। এর আগে আমরা প্রয়োজন হলেই আমরা বাজার থেকে বই কিনতে পারতাম এবং কিনতাম। এখন কোথায় পাব আমরা বই? এ যখন বাস্তব অবস্থা তখন সরকারের বিনামূল্যে বই বিতরণ করে আত্মতৃপ্তি পাওয়ার কী কারণ আছে বুঝতে পারছি না।

নতুন কারিকুলামে ইংরেজি বার বার পরিবর্তন করা হচ্ছে। এক লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। বইয়ে কোনো ধরনের মডেল প্রশ্ন দেয়া উচিত নয়। কিন্তু এর আগের কারিকুলামে একটি মডেল প্রশ্ন দেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ওই মডেলকে অনুসরণ করে প্রশ্ন প্রণয়ন করত। শিক্ষকরা এবং বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণেতারাও হুবহু একই প্রশ্ন বছরের পর বছর দিয়ে আসছেন, ক্রিয়েটিভিটির লেশমাত্র নেই। আসলে ইংরেজির বিভিন্ন আইটেম বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। উচিতও তাই। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরীক্ষাসমূহ সে রকম হয় না, যার প্রমাণ উপরের প্যারা কিছুটা উল্লেখ করলাম। পরীক্ষা হ পাসের হার বাড়ানোর জন্য। তাই পরীক্ষ আর পরীক্ষা নেই।

লিসেনিং এবং স্পিকিং ছাড় ল্যাংগুয়েজ পরীক্ষার কোনো দাম নেই এবার কারিকুলাম প্রণেতারা চাক করেছিলেন এ দুটি স্কিল, মনে হয়েছি কিছু একটা অন্তত শুরু হলো। এখ শুনলাম এ দুই গুরুত্বপূর্ণ স্কিল বাদ দেয় হয়েছে। চালুই যেহেতু করা যাবে ন তাহলে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হঠা করে বাদ দেয়ার কি মানে আছে?

শুনেছি এবং এখন প্রমাণও দেখলাম বোর্ডের নাম্বার বণ্টন নির্ণয় করে কি প্রভাবশালী মহল। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নাম্বার বণ্টন করা হয়। এ ব্যাপারটি বিশ্বা করতে আর অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ এ বছর বোর্ড থেকে তথাকথিত মডেল প্র দেয়নি, মোটামুটি একটি ধারণা টেক্সটে মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল, লেসনিং এ স্পিকিংয়ে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল সাপলিমেন্টরি ম্যাটেরিয়ালস পড়ানো কথা ছিল। এগুলো একজন শিক্ষার্থী ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূ আইটেম। কিন্তু এখন এগুলো নাকি আর থাকছে না, অনেকটাই আগের মতে হবে। তাহলে এত ঘটা করে নতু কারিকুলামের কথা প্রচার করার কী দরকার ছিল?

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে ১২০ দিনের বেশি ক্লাস হয় না। এ ১২০ দিনের মধ্যে কতটুকু সময় তারা পা প্রতিটি বিষয়ের জন্য। তার মধ্যে আবে স্লো লার্নার, সব শিক্ষক এক রকম নয় নেই শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এব কঠিন বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক তো নেই- ই অন্তত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোয়। এ বাস্তব বিষয়গুলে চিন্তায় রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে আর শিক্ষার গুণগতমানের সঙ্গে কোনো ধরনের আপস নয়, এখানে অবশ্যই রাজনীতি পরিহার করতে হবে। আর তা না হলে জাতিকে অচিরেই পস্তু বরণ করতে হবে। বিষয়টি সিরিয়াসলি ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি।

মাছুম বিল্লাহ: কলাম লেখক